সোনাঝরা রোদ্দুরে সোলারিস, বনহুগলি-জোকা-শ্রীরামপুরে

সৌরশক্তিতে অন্য জীবন দেবে তিন প্রকল্প

স্টাফ রিপোর্টার : সূর্য এখানে ঘরের ভিতরে। হাতের মুঠোয়। চাঁদের মায়াবী খেলায় মাতোয়ারা হওয়ার হাতছানি সবুজের গালিচায়। ভালবাসার ঘেরাটোপে বসত করে সব জনা। সোলারিস সিটি। বৃহত্তর মহানগরে সূর্যশক্তিতে ভরপুর অন্য জীবন। অনন্য প্রাণশক্তিও বটে।

কেন্দ্র সরকার তার নীতিতে তো বলেই দিয়েছে সৌরশক্তির ব্যবহারে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার কথা। শহর বাড়ছে। বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েই চলেছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দূষণ। এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সূর্যের চেয়ে বড় শক্তি কে আছে? সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে একেবারে আম-পাবলিকের আবাসনে আলোকের ঝরনাধারা বইয়ে দেওয়ার মতো সাহসী পদক্ষেপ করা বড় চমক তো বটেই। যা নিয়েছে ইডেন রিয়েলটি গ্রুপ। চমক শুরু হয়েছিল উত্তর কলকাতার বনহুগলির প্রকল্প দিয়ে। আপাতত জোকা হয়ে শ্রীরামপুরে তাদের নয়া প্রকল্পেও তা অব্যাহত। মজা করে সকলে বলছেন, সূর্য এখানে হাতের মুঠোয়। আসলে প্রতিটি প্রকল্পের ছাদে যে সোলার প্যানেল। সূর্য ধরার ফাঁদ পাতা। যা থেকে সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী যে ছাড় পাচ্ছে এই গোষ্ঠী তার অংশীদার হচ্ছেন আবাসনের মালিকরা।

মালিকের সংজ্ঞাটাও যে বদলে দিয়েছেন এঁরা। ফ্ল্যাট মানেই বড়লোকের ব্যাপার-স্যাপার, প্রচলিত সেই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন ইডেন রিয়েলটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর্য সুমন্ত এবং যুগ্ম ম্যানেজিং ডিরেক্টর কুমার সাত্যকী। যার শুরু বনহুগলি দিয়ে। সেখানে বুকিং খোলার সঙ্গে সঙ্গে নিমেষে শেষ হয়ে যাওয়া ১৩ তলার টাওয়ারগুলির মাথায় বসছে দু'টি প্যানেল। যা সব মিলিয়ে ২০০ কিলোওয়াট বিদ্যুতের জোগান দেবে। জোকায় পাঁচটি টাওয়ারের প্রকল্প। ৪০০ কিলোওয়াট বিদ্যুতের জোগান দিতে বসছে সোলার প্যানেল। তবে সবচেয়ে বড় চমক বোধহয় গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে শ্রীরামপুরের ২৪টি টাওয়ার। যা ঘিরে মানুষের উৎসাহ তুঙ্গে। লটারির জন্য ফর্ম দেওয়া শুরু হতেই যে আগ্রহ, তা এই আর্থিক মন্দার বাজারে অবিশ্বাস্য।

কারণ ব্যাখ্যা করে সংস্থার কর্তা আর্য সুমন্ত ও কুমার সাত্যকি বলছেন, "আসলে আমরা সবার জন্য আবাসন, এই ধারণাটাকে চারিয়ে দিয়েছি।" সত্যিই তাই। সুমিং পুল, জিম, সবুজের ছোঁয়া। সেই আবাসনের এক কামরা ফ্ল্যাট তো একেবারে নাগালের মধ্যে। দুই বা তিন কামরার পাশাপাশি আছে স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট। এবং সূর্যের আলোয় ভরা সংসার। শ্রীরামপুরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সোলার পাওয়ার হাউসিং প্রোজেক্ট। ২৪টি টাওয়ারের ছাদের সোলার প্যানেল জোগান দেবে ২০ লাখ ইউনিট বিদ্যুৎ। আগামী ২৫ বছরের ওয়ার‍্যান্টি পকেটে। খরচ বাঁচবে বছরে প্রায় দেড় কোটি টাকা। সেই সুবিধা পাবেন আবাসনের বাসিন্দারাই। সূর্যালোক কম হলে, বিদ্যুতের জোগান কমলেও কুছ পরোয়া নেই। স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সিইএসসি-র সংযোগ কাজ শুরু করে দেবে। সোলার প্যানেলে সমস্যা হলে যাতে আবাসিকদের মাথা ব্যথা না হয় তার জন্য বাৎসরিক মেনটেন্যান্স করা থাকছে। তাই মাথা থাকলেও মাথাব্যথার কোনও ব্যাপার নেই। তাই এই মাথাগোঁজার ঠাঁই ঘিরেও নয়া আকাশরেখার সন্ধানে আম আদমি।

পরিবেশবান্ধব প্রকল্প। আমআদমির প্রকল্প। সৌরবিদ্যুৎ কাজে লাগিয়ে যে টাকা সাশ্রয় হবে তার সুবিধা ভোগ করবেন এখানকার আবাসিকরাই।

আর্য সুমন্ত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সুইমিং পুল, জিম-সহ কোনও আবাসনে থাকার কথা তো নিম্নবিত্ত ভাবতেই পারতেন না। সেই ধারণা বদলে দিয়েছি আমরাই। তার প্রমাণ তিনটি প্রকল্প।

কুমার সাত্যকি
যুগ্ম ম্যানেজিং ডিরেক্টর